সা ক্ষা ৎ কা র

ইসলামী ব্যাংকের পর্ষদে পরিবর্তন ইতিবাচক

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে ২০১০ সাল থেকে দায়িত্ব পালন করছেন মোহাম্মদ আবদুল মান্নান। এর আগে একই ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সাংবাদিকতা পেশা ছেড়ে বেসরকারি খাতে দেশের প্রথম প্রজন্মের এ ব্যাংকে যোগদানের মাধ্যমে ব্যাংকিং ক্যারিয়ার শুরু করেন ১৯৮৩ সালে। ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে সমকালের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **ওবায়দুল্লাহ রনি**

সমকাল : ইসলামী ব্যাংক ও প্রচলিত ধারার সুদভিত্তিক ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য কী?

আবদুল মান্নান : ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থার উদ্দেশ্যগত ও পদ্ধতিগত পার্থক্য রয়েছে। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, ব্যাংক কাউকে সরাসরি টাকা না দিয়ে পণ্যের মাধ্যমে বিনিয়োগ পরিচালনা করে। এ ব্যবস্থায় এক খাতের নামে ঋণ নিয়ে অন্য খাতে ব্যবহারের যেমন সুযোগ থাকে না আবার প্রয়োজনের তুলনায় বেশি ঋণ নেওয়ারও সুযোগ নেই। এ ছাড়া জনকল্যাণের লক্ষ্যে বড় শিল্পের তুলনায় ছোট শিল্পে বেশি ঋণ দেওয়া হয়। অন্যদিকে, মহাজনি প্রথা থেকে সুদভিত্তিক ব্যাংকের জন্ম হয়েছে। সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলোর আসল পরিচয় তারা টাকার ব্যবসায়ী। টাকাকেই তারা পণ্যের মতো বেচাকেনা করে।

সমকাল : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশের পরিচালনা পর্ষদে বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে। ব্যবস্থাপনায় এর কোনো প্রভাব রয়েছে কী?

আবদুল মান্নান : পরিচালনা পর্ষদের বর্তমানের পরিবর্তনটা ইতিবাচক। কেননা পরিচালনা পর্ষদে যত বেশি স্বতন্ত্র পরিচালক থাকবেন আমানতকারীর স্বার্থ রক্ষা তত সহজ। আর শুরু থেকে ইসলামী ব্যাংকের বড় অংশের শেয়ারের মালিক বিদেশি উদ্যোক্তারা। ফলে এতদিন পরিচালকদের বেশিরভাগ ছিলেন বাইরের। বিশেষ করে পরিচালক হতে ন্যূনতম ২ শতাংশ শেয়ার ধারণের বাধ্যবাধকতা আরোপের পর দেশীয় উদ্যোক্তাদের মধ্যে মাত্র একজন ব্যক্তি ও একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালক হওয়ায় যোগ্য বিবেচিত হন। তবে বর্তমানে দেশীয় পরিচালক বেশি হওয়ায় এখন পরিচালনা পর্ষদের অডিট কমিটি ও নির্বাহী কমিটি আগের চেয়ে আরও কার্যকরভাবে কাজ করছে। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ওপর বর্তমান পরিচালনা পর্ষদের কোনো নেতিবাচক প্রভাব নেই।

সমকাল : লাভ-ক্ষতির অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালিত হওয়ার কথা। আসলে কী বাংলাদেশে তা হচ্ছে?

আবদুল মান্নান : ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা গ্রাহকের জমা গ্রহণ ও বিনিয়োগ কার্যক্রমসহ সব কাজে ইসলামী শরিয়ার নীতি অনুসরণ করে। সুদের উচ্ছেদ এবং প্রকৃত ব্যবসায়ের প্রচলন এ ব্যাংকের অন্যতম মূলনীতি। ইসলামী শরিয়ার আল-ওয়াদিয়া নীতির ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংকে চলতি হিসাব পরিচালিত হয়। লাভ-লোকসান অংশীদারি জমা হিসাব (সঞ্চয়ী হিসাবের বিকল্প) ও লাভ-লোকসান অংশীদারি মেয়াদি জমা হিসাব (স্থায়ী জমা হিসাবের বিকল্প) পরিচালিত হয় মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে। ইসলামী ব্যাংক তার বিনিয়োগ কার্যক্রমে ইসলামী শরিয়ার মুদারাবা, মুশারাকা, মুরাবাহা, বায়-ই-মুয়াজ্জাল, বায়-ই-সালাম, শিরকাত-উল-মিলক প্রভৃতি নীতি অনুসরণ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ সুদভিত্তিক অন্যান্য ব্যাংকের সঙ্গে এমনকি আন্তর্জাতিক সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলোর সঙ্গে লেনদেনেও ইসলামী ব্যাংক সুদ পরিহার করে। এ ছাড়া ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সঞ্চয়কারীদের লাভ-লোকসান ব্যাংকের লাভ-লোকসানের সঙ্গে যুক্ত। আবার ব্যাংকের লাভ-লোকসান বিনিয়োগ গ্রহীতাদের ব্যবসায়িক ফলাফলের ওপর নির্ভরশীল। ফলে এ ক্ষেত্রে সঞ্চয়কারী, ব্যাংকার ও বিনিয়োগ-গ্রহীতা পারস্পরিক বন্ধনে আবদ্ধ। এখানে পারস্পরিক সম্পর্ক অংশীদারিত্বের, দাতা-গ্রহীতার নয়। তাই ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় সব পক্ষ তাদের অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা, দক্ষতা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে সমন্বিত করে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হন। গ্রাহক-সম্পৃক্ততার এই আদর্শ ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম প্রধান শক্তিরূপে বিবেচিত।

সমকাল : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের সার্বিক কার্যক্রম নিয়ে কিছু বলুন।

আবদুল মান্নান : গ্রাহকের আস্থা নিয়ে অত্যন্ত স্বচ্ছতার সঙ্গে ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে প্রায় ৬৭ হাজার কোটি টাকার আমানত এবং ৫৫ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ রয়েছে। বিনিয়োগের উল্লেখযোগ্য অংশ কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে। দেশের মোট রেমিট্যান্সের এক-তৃতীয়াংশ আসছে ৩১২টি শাখার এ ব্যাংকের মাধ্যমে। আমদানি ও রফতানি বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য অংশও হচ্ছে এ ব্যাংকের মাধ্যমে। অন্য ব্যাংকের তুলনায় মুনাফায়ও এ ব্যাংক এগিয়ে আছে। যে কোনো দুর্যোগে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে মুনাফার একটি অংশ করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা খাতে ব্যয় করা হচ্ছে। আগামীতে আরও শাখাসহ সার্বিক কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ব্যাংকের কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে।

সমকাল : খেলাপি ঋণের বিষয়টি কীভাবে দেখেন?

আবদুল মান্নান : যে কোনো ব্যাংকের জন্য প্রধান সমস্যা খেলাপি ঋণ। এটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে ইসলামী ব্যাংক সবসময় সচেষ্ট রয়েছে। বেসরকারি খাতে প্রথম প্রজন্মের ব্যাংক হয়েও বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকের মোট ঋণের ৪ দশমিক ৮৫ শতাংশ খেলাপি। ব্যাংক খাতে গড়ে যেখানে খেলাপি ঋণ রয়েছে ১০ শতাংশের বেশি। আদায় জোরদারের মাধ্যমে ডিসেম্বরের মধ্যে খেলাপি ঋণের এ হার আরও কমানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনার আলোকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা সঞ্চিতির তুলনায় প্রায় এক হাজার কোটি টাকা বেশি সংরক্ষণ করা হয়েছে।